আকাশে রৌদ্রের রঙ

BANGLADARSHAN.COM

মনোরমা সিংহ রায়

মহানন্দা

“They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude.”

কতোকাল কতোকাল হলো
তোমাকে দেখিনি আমি
মহানন্দা, হে নদী আমার!
তবু তুমি বলো একবার
মনে কি পড়ে–
একটুকু ছোট মেয়ে
খেলা করে
ভাই এক সাথে নিয়ে
তাদের বাবার হাত ধরে–
তোমার জলের ধারে গিয়ে।
রুপালী বালুর চরে বিকেল বেলায়
যখন আশ্চর্য রঙ ছড়িয়ে ছড়িয়ে
সূর্য ডুবে যায়।
সেইদিন চলে গেছে কিছু মনে নেই–
সেদিনের খেলা বুঝি শেষ হয়ে গেছে সেখানেই॥

কতোদিন কতোকাল চলে গেছে তারপর
কতো বৃষ্টি ঝরে গেছে বয়ে গেছে সময়ের ঝড়
সেদিনের সেই ছোট মেয়ে
আজ আর ছোট নেই। তবু সেই ছুটোছুটি খেলা
তোমার রুপালী বালুর চরে–
আজও মনে পড়ে॥

মহানন্দা, ওগো কলস্বরা,
বন্যার আঘাতে তুমি এখনও তেমনি ভয়ঙ্করা
অথবা তৃষিত মন মাতৃস্নেহে ব্যাকুল চঞ্চল
কূলে কূলে তাই বুঝি নেমে আসে ঢল
দু বাহু বাড়িয়ে দিয়ে নিতে চাও আলিঙ্গনে ঘিরে

BANGLADARSHAN.COM

লালিত তোমার স্নেহে অতি ক্ষুদ্র সে শহরটিরে
বাধা পাও কোথাও বুঝিবা, অভিমানে তাই যাও ফিরে
আবার নিজের কূলে
সব ভুলে॥

তুমি কি তেমনি বয়ে চলো
এখনও রৌদ্রে তুমি তেমনি উজ্জ্বল
চাঁদের আলোতে ঝলোমলো।
এখনও তেমনি নৌকো চলে
'মাঝি–ই-ই, মাঝি–ই-ই পার করো'
এপারে চেঁচিয়ে লোকে বলে?
তোমার জলের ধার দিয়ে
কতো যে গরুর গাড়ি সারি সারি থাকে যে দাঁড়িয়ে
পার হবে বলে।
ওপারেতে বটগাছ–তার ছায়া
পড়ে দেখি জলে।
BANGLADARSHAN.COM
এমনি কতো যে ছবি দাঁড়িয়ে দেখতো চেয়ে
মাঝে মাঝে খেলা ভুলে
সেই ছোট মেয়ে।
বেড়াতে খেলতে যেতো তোমার বালুর চরে
তুমি কি দেখেছ চেয়ে
মনে কি পড়ে?

হয়তো দেখেছো তুমি হয়তো দেখোনি
দেখলেও হয়তো বা মনেও রাখোনি।
মহানন্দা, হে রুপালী নদী,
তোমার জলের মত বয়ে যায় কাল নিরবধি।
শুধু সেই ছোট মেয়ে
সেই ছবি তার মনে আঁকা হয়ে আছে
কতো রঙ দিয়ে।
সেই মেয়ে ছোট আর নেই
তবু আজ সেই ছবিকেই

সে আজ দেখছে চেয়ে সময়ের ব্যবধান তুলে
মনে হয় সেই ছোট মেয়ে
খেলা করে আজও তেমনি
মহানন্দা, তোমারই কূলে॥

প্রবাসী, মাঘ ১৩৭২

BANGLADARSHAN.COM

জীবনখাতার পাতাগুলি

ঋতুর বদল হয় বারে বারে। আসে দিন রাত
তারপরে একে একে আরো কতোদিন চলে যায়।
দূর থেকে যেন কার হাত
একেক ঋতুর রঙে লেখনীতে রঙ নিয়ে নিয়ে
কতো কথা লেখে আর শূন্য পাতাগুলি
ভরে ওঠে সে লেখার জীবন খাতায়।

মাঝে মাঝে খাতা খুলে দেখি
অর্থ কিছু পাইনে খুঁজেও।
কে তুমি আড়াল থেকে লিখে যাও একী ইতিহাস
প্রশ্ন নেই, শুধু লেখো। মেনে নিই অর্থ না বুঝেও
তাই থাকি মূক নিরুত্তর। আমার আকাশ
সিক্ত হয় শ্রাবণের বর্ষণধারায়।
আবার পূর্ণিমা রাতে আলো আর ফুলের সুবাস
মন করে মহুয়া-মাতাল। স্বপ্নের পাখীরা যতো
ডানা মেলে উড়ে যায়। পাইনে উদ্দেশ।
কোথা এর শেষ!
তোমায় দেখিনে কেন? কে তুমি, কেমন তুমি, বলো
একি শুধু পরিহাস!

আর যদি পরিহাস কখনো না হয়
তবে শুধু একবার বলো
কেন তুমি কেটে রাখো অতীতের পাতাগুলি সব
দুদিন পরেই।
যখন দেখতে পাই পাতা উল্‌টিয়ে
দেখি সব কাটা হয়ে গেছে। আবার লেখনী নিয়ে
নতুন কাহিনী লেখো নতুন পাতায়
আর দিন চলে যায়।
জীবনের শেষ দিন আসবে যখন
তখনো কি লিখবে এমন।

BANGLADARSHAN.COM

মনীষীরা বলেছেন ‘খোঁজ তুমি তাহলেই পাবে।’
খোঁজার তো হলো না বিরাম।
তবুও তো চিরদিন অচেনাই রয়ে গেলে তুমি
জানা নেই তোমার কী নাম।
জীবনের পাতাগুলি ভরে দিয়ে রঙের লেখায়
তারপর কেটে দিয়ে যাও।
আমি তো বুঝিনে কিছু এই খেলা ভাঙবে কখন
কী যে তুমি চাও!

প্রবাসী, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৩

BANGLADARSHAN.COM

কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে

কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। উজ্জ্বল নির্মল ভোর
বিকশিত স্বাধীন সত্তায়। স্বচ্ছ সেই আবরণে
অনাগত দিনের কামনা বার বার দেখা যায়।
তবুও হৃদয় কাঁদে আর আসে একান্ত স্মরণে
যেদিন গিয়েছে চলে নিয়ে তার ঐশ্বর্য সম্ভার।
অবসিত মোহভার। তবু সে তো আছে অমলিন।
যাও ফিরে যাও তুমি কিছু নেই আকাঙ্ক্ষা আমার
হীরে, মুক্তো, চুনী, পান্না। শোনো তুমি হে উজ্জ্বল দিন,
কেন হেঁটে চলে যাও আলোকিত করে এ জীবন।
নীলাকাশে বিতত বাসনা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে কাল
আজন্ম রচিত স্বপ্ন হারিয়েছি জেনো সেই মন
আর আমি নবতরো কোনো ফুল ফোটাতে পারি না॥

BANGLADARSHAN.COM

সব ফুল ঝরে যায় শ্যামলতা ক্রমে শেষ হয়।
এ বিষাদ অবাঞ্ছিত। ভবিষ্যৎ করছে নির্ণয়॥

অমিতভাষণ নয়

কারুকার্য মুছে যায় তবু থাকে কিছু অবশেষ
পৃথিবীতে বোনে ধান ফুলগাছে ফোটায় সে ফুল।
অমিতভাষণ নয় অনুভব জীবনে মজ্জায়।
মমতা কোথাও আছে প্রকৃতির অকৃপণ দানে।
সুষমা যদিও মোছে তবু থাকে কিছু বা অশেষ
তার ব্যাখ্যা কোথাও হয় না। পরম এ অনুভব
অপরিচয়ের ভাষা বয়। পথের কঙ্করদলে
রক্তাক্ত দিনের শেষ তবু আশা অবশিষ্ট মনে
উত্তরণ আলোকেই। যদি কমনীয় তারকায়
রাত্রির মুখশ্রী সেই ম্লান হয় দুর্যোগ প্রহরে
শুচিস্নাত শেষ যামে। তারপর সূর্য উঠে আসে
অপরূপ রূপময় উন্মোচিত নতুন সজ্জায়॥

শারদীয় আধুনিক কবিতা, ১৩৭৩

BANGLADARSHAN.COM

সে এক আশ্চর্য দ্বীপ

সে এক আশ্চর্য দ্বীপ। তার কথা যখনই ভেবেছি
মনে কতো স্বাদ নিয়ে মনে মনে চলেই গিয়েছি।
উত্তাল সাগর আমি কতোবার পাড়ি দিয়ে দিয়ে
পূর্বের উন্মুখ সূর্য সপ্তাশ্বের রঙ মেখে নিয়ে
চন্দ্রালোকে উচ্ছলিত উপনীত হয়েছি আমি যে,
জানতেও পারবে না তার খোঁজ কখনও নিজে॥
কোথাও সে আছে ঠিক, তবু সে তো পরম গোপন
বোঝাতে পারে না শুধু ভাষা দিয়ে তাকে কোনোজন
হৃদয়ে হৃদয়ে যদি পারো তুমি বুঝে নিতে তবে
সে দ্বীপের সবকিছু একদা তোমার বোঝা হবে।
সে এক পরম শান্তি। তার কাছে যেতে চাও যদি
চলো যাই দেরী নয়, বয়ে যায় কাল নিরবধি॥

মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৭৩

BANGLADARSHAN.COM

কেমন করে আবার হবে

আমি চাই এমন এক পথে চলতে
যেখানে আমি সহজ, আমি সম্পূর্ণ।
ক্ষুধার্ত মানুষেরা কান্না যেখানে গুমরিয়ে গুমরিয়ে কাঁদে
বস্ত্রহীনের লজ্জা যেখানে শ্যামল ঘাসের আস্তরণে
মুখ লুকাতে চায়,
যেখানে শিশু পায় না খাদ্য পায় না শিক্ষার রসদ
আর তার প্রাণোচ্ছল খেলার খেলনা
আমার সেই দরিদ্র দেশ
সেখানেই আমি সম্পূর্ণ।
তার কাছে থেকে দূরে গিয়ে নয়॥

বেদ বেদান্তের কথা আমাকে শুনিয়ো না।
শুনিয়ো না উপনিষদের বাণী: সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম।
তথাগত, তুমি আজ দূরে থাকো।
নীল আকাশ আজ ধোঁয়ায় কালো। ফুলগুলি
রোদে ঝলসিয়ে উঠছে। কে তুলবে?
খোঁপায় আমি ফুল দেবো না, চোখে দেবো না কাজল
আমার দু'চোখ আজ শুষ্ক। জলও নেই সেখানে।
মা, তোমার দরিদ্রবেশ, এরপর আর কী দেখার আছে?
তোমার হৃদয়বেদনায় মুখ ডুবিয়ে আমি
অপার বাৎসল্য অনুভব করি।

মা, কী করে আমি তোমার সেই বেদনা
নিরাময় করে তুলবো, কী করে?
কী সেই কাজ যাতে তোমার দরিদ্র বেশ দূর হবে?
মা, আমার মা, কেমন করে আবার হবে তুমি
সেই শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ। কেমন করে?

BANGLADARSHAN.COM

সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৭ ফাল্গুন ১৩৭৩

কেউ ভুলতে পারছে না

সারা মাঠে সেদিন জ্যোৎস্না ছিলো।
কৃষকেরা ধান কেটে চলে গেছে
স্তূপীকৃত সেই ধান
চাঁদের আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো
একটু দূরে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে
কৃষকেরা আলো জ্বেলেছে।
কাঠের আগুন জ্বলছে তামাক খাবে বলে।
কড়া তামাকের গন্ধে সেই জায়গা তখন ঝাঁঝালো।

আর তাদের দক্ষিণে
একদল তরুণ ছেলে নেচে নেচে গাইছে
‘ও আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।’
হায়, এতো ধান তবুও অন্নহীন দেশ
আর তবুও সোনার বাংলা সেই শস্য শ্যামলা বাংলা
তাকে কেউ ভুলতে পারছে না, পারছে না, পারছে না॥

BANGLADARSHAN.COM

সাপ্তাহিক বসুমতী, ৩০ চৈত্র ১৩৭৩

হঠাৎ জানালা খুলে যায়

হঠাৎ জানালা খুলে যায়। কে যেন বাইরে থেকে
ডাক দেয় শৈশবের পরিচিত সুরে
‘ওরে আয়, চলে আয়, আকাশ কেমন দ্যাখ
নীল হয়ে আছে। শষ্পিত সুন্দর মাঠ
কৃষ্ণচূড়া থরে থরে যেন ছবি হয়ে
আঁকা আছে। চলে আয়, ছলোছলো
নদীর কিনারে। কান পেতে শোন কী সঙ্গীত
ধ্বনিত সেখানে। এ জগতে এই তো জীবন।’

মাটির গভীরে কখনো ছিলাম বুঝি। শিকড়ে মজ্জায়
থরো থরো যে কাঁপুনি শুনি
আমার এ হৃদয়স্পন্দনে
ধ্বনিত সঙ্গীত সেই উতলা যে করে কতোদিন।
মনে হয় যেন সব ফেলে চলে যাই
সে গভীর ডাকে।
আবার কখন যেন সেই ডাক
শুনেও শুনি না।
ঘুম আসে ঘুম আসে আর–
ব্যাকুল যন্ত্রণা যতো মুছে যায় শান্ত শুশ্রূষায়।
গভীর ঘুমের মাঝে স্বপ্ন কোনো
স্মরণ করায়
হারিয়েছি কিছু বুঝি আছে বিস্মরণে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৭৪

বৃক্ষের চেয়ে

একটি ফুলন্ত ডাল দেখি দিনে দিনে ফুটিয়েছে ফুল
একটি একটি করে কুঁড়ি ধরে সেই একান্ত নির্ভুল
ফুলন্ত হয়েছে ডাল। গাছেরও তো ধৈর্য আছে, ধৈর্য নেই
মানুষের কেবল। যেন তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ হবে
এই ইচ্ছা সকলের মনে। কতোদিন আপন মনেই
ভেবেছি একলা বসে, জীবনের দৃশ্যপট যেন বড়
তাড়াতাড়ি বদলিয়ে যায়। হৃদয়ের অনন্ত সুষমা
মনে হয়, অন্ত নেই। মুহূর্তেই কোথায় লুকায় আর
সময় পালায় ছুটে। যেন এক রেস খেলা ছুটে চলে
আর আমরা দর্শকবৃন্দ দেখি শুধু দূরে চোখ মেলে।
তবু তো ফুলন্ত ডাল আনে মনে বসন্তের কাল আর
এখানে বৃক্ষের চেয়ে জানি আমাদের মূল্য আছে কিছু॥

পূর্বাশা, ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

তবুও এষণা

বার বার ভেঙে যায় সুখের এ বাসা
এলো বুঝি ডানা মেলে ওড়ার সময়।
তবু ভয়
জোর নেই এ ডানার আর
উড়তেই ভুলে গেছি নেই কোনো আশা॥

হে সময়, অনন্ত সময়
তবু মনে হয়
একবার উড়বোই। আকাশ বিশাল
বার বার ডাক দেয়। হৃদয় উত্তাল
কী করে হয় যে তা জানাবো কী করে
প্রভাত আলোকে বা দুর্যোগ প্রহরে॥

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

যদি আমি সে কবিতা পাই

বিপন্ন বোধেরা শুধু বার বার মনের কোনায়
ঘুরে ঘুরে মাথা খোঁড়ে। রুদ্ধস্বার জীবনে আমার
কী করে যে মুক্তি পাব। প্রশ্ন করে পাবো না জবাব,
ব্যথায় দিগন্ত নীল। জানি আমি প্রসন্ন কুসুম
কদাচ যদি বা ফোটে সে গোলাপ সুগন্ধবিহীন।
ক্লান্ত বায়ু দোল দিয়ে মাঝে মাঝে দিয়ে যায় ঘুম
সে পরম সুপ্তি শুধু বিস্মরণে নিঃস্ব করে দিন।
যন্ত্রণাকে ভুলে থাকা জানি আমি মুক্তি সে তো নয়
তবু তো বিপন্নবোধ মুক্তি খোঁজে। খুলে যাবে দ্বার
হয়তো একদা আর সে আশায় আজো লিখে যাই
খাতার নিরেখ পাতা কণ্টকিত হয় অগণন॥
অজস্র কথার ভীড়ে যদি আমি সে কবিতা পাই
দিগন্তবিসারী আলো উদ্ভাসিত হবেই তখন,
কণ্টকিত ডালে ডালে ফুটবেই সুগন্ধ গোলাপ
যন্ত্রণা, যন্ত্রণা এতো, তবু বাঁচি শুধু সে আশায়॥

BANGLADARSHAN.COM

ধ্রুপদী, বৈশাখ ১৩৭৪

তবুও মিছিল চলে

কুয়াশা, কখন তুমি সরে যাও।
দেখি দূরে ভোরের আকাশে নতুন দিগন্ত তার
খোলা মুখ নিয়ে
সহাস্যে দাঁড়িয়ে॥
হে আকাশ উন্মুক্ত আকাশ,
তোমার আলোর ধারা স্পর্শ করে
বিষাক্ত বাতাস
নির্মল উদার হয়ে যাক্
উড়ুক না ধুলো পথগুলি প্রস্তরে কাঁকরে
ভরা থাক।
পেরিয়ে পেরিয়ে যাবো তাও
কুয়াশা, এখন তবে সরে যাও॥

BANGLADARSHAN.COM

কুয়াশা কখন যেন সরে গেলো।
দেখেছ নতুন সূর্য কেমন উঠেছে আজ
আলোতে আলোতে তাই সব দিক
আলো হয়ে গেলো।

তবুও মিছিলে চলে প্রাণধারা উদ্বেলিত হয়
আনেনি কি কোনো জয় এই দিন হয়ে জ্যোতির্ময়॥

সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

কারুকার্য বিস্মরণে

দূরান্তরে চলে যাবো? স্নেহ যদি শূন্যময় তবে
সে অনন্ত বহুদূর। আর কতো দূরান্তরে যাবো?
বার বার দিয়েছ আঘাত। ফিরিয়েছ
উন্মুখ হৃদয়। কখনো পড়ে কি মনে
স্নেহাতুর কণ্ঠ সেই? খর গ্রীষ্মের প্রতাপে
একাকী দাঁড়িয়ে আছি বাহির দুয়ারে।
কিছুই শোনোনি। শুধু আত্ম অহঙ্কারে
ধনগর্ব স্ফীত মনে উপেক্ষা করেছ।

নিশ্চল দুঃখের রঙ হৃদয়ের পটে
কতো কী-যে এঁকে যায়। সব রঙ কালো
শুধু অন্ধকার শূন্য এক ব্যাপ্ত আছে যেন।
যবনিকা পড়ে গেছে। নাটকের শেষ অঙ্ক
এতো তাড়াতাড়ি এসে যাবে ভাবিনি সে কথা।
আন্তরিক সেই স্নেহে অনাদর কোথাও থাকে না
এ বিশ্বাস মনে ছিলো। শিল্পময় কারুকার্য
কেন তবে মনেও পড়ে না? আনন্দপ্রতিম
হারিয়েছ অনিন্দ্য সে মুখ। আশ্চর্য শিল্পের মূর্তি
ভগ্ন রুক্ষ ধূলি ধূসরিত। কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে
অমোঘ যন্ত্রণা সেই দূরে নিয়ে এসেছে আমাকে
আর কতো দূরান্তরে যাবো?

BANGLADARSHAN.COM

অমৃত, আষাঢ় ১৩৭৪

সেই রাত

ঘাগরা দুলিয়ে ফুলের মালায় সেজে
মেয়েটি কেমন নাচছিলো দেখেছো!
আলো, আলো, চারিদিকে আলো, বাজনা বাজছিলো,
লোকেরা হাসছিলো, হাততালি দিচ্ছিলো,
নাচতেও চাইছিলো কেউ কেউ।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ নূপুর বাজছিলো আর বাজছিলো

এখন অনেক রাত।
মেয়েটি তার শাদা চাদরখানি গায়ের উপর টেনে
কী সুন্দর ঘুমিয়ে পড়েছে দ্যাখো॥

দেশ, ১৯ শ্রাবণ ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

ছিন্নপত্র

জানো না তো এই মন কী প্রচণ্ড অভিমানে
এসেছিলো ফিরে।
অতিক্রান্ত দীর্ঘদিন মনের ভাবনা সেই
ব্যথাহত ধীরে॥
কবে যেন দিন গুনে হারিয়েছে যতো কিছু
কথা ছিলো তার।
কী হবে তোমার জেনে নির্জন দুপুরে সেই
কতো কতো দিন
কবিতার খাতা হাতে একা আমি কতো কিছু
লিখে লিখে ছিঁড়ে
ফেলেছি। আবার সেই আমার খাতার ছেঁড়া
পাতাগুলি আজ
কাল বৈশাখীর ঝড়ে কোথা থেকে উড়ে এসে
পড়ে এলোমেলো।
সব কিছু হাওয়ায় হাওয়ায় একাকার
করে দিয়ে গেলো॥

BANGLADARSHAN.COM

শারদীয়া মহিমা, ১৩৭৪

মাটির কাছাকাছি

দুমুঠো জোনাকি নিয়ে ছড়িয়ে দিলাম আমি ঘাসের ভিতরে
এক পাশে গোলাপের বন, একরাশি ফুল দেখি প্রস্ফুটিত
আপন বিলাসে। ম্লান জ্যোৎস্না সেখানে পড়েছে আমার শরীরে
তার কিছু মায়া। নভোচারিতার সুখ কখনো হবে না তাই॥
হে তারকা, দূর থেকে দেখি আর মুগ্ধ হয়ে প্রণাম জানাই
জোনাকি আমার কাছে। তারা যে আপন এ মাটির ভীত
নয়, স্ফীত নয় অহঙ্কারে। দুমুঠো জোনাকি ধরি আর ধীরে
ছেড়ে দিই। মাটির সুন্দর গন্ধ পাই–গন্ধ পাই বনজ লতার
মনে হয় জ্যোৎস্না-ধোয়া ঘাস হয়ে থাকি। হে তারকা শোনো শোনো
দূর থেকে রূপশ্রীমণ্ডিত নীলাকাশ কী সুন্দর মনে হয়।
তারো চেয়ে এ আমার মাটির পৃথিবী আরো প্রিয় মনোহরা
ভালোবাসি পৃথিবীকে সুখে দুঃখে এ আমার সকল ভোলানো॥

জোনাকি (ত্রিপুরা), ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

এই দেশে আমি আসবো আবার

পাতা ঝরে যায় বিকেল বেলায়
পাতা ঝরে যায় সকাল বেলায়॥
দুপুরের রোদ খেলা করে যায়
আলোয় খেলায় ছায়ায় মায়ায়
মা আমার–মা, জন্মভূমি মা
এ মন আমার কোথায় হারায়॥

একদিন আমি চলে যাবো ঠিক
মাঠে ঘাটে পথে এদিক ওদিক॥
কতো লোক দেখি ভালো না-ভালোতে,
কতো রূপ দেখি ছায়াতে আলোতে,
সব ভুলে যাবো তবুও এ মন
ভুলবে না শুধু তোমাকে তখন॥

BANGLADARSHAN.COM

এই দেশে আমি আসবো আবার
বাংলা আমার–দরিদ্র অপার,
সব চেয়ে বড়–তবুও তুমি মা,
সব ভালোবাসা তোমাকেই জমা॥

জয়শ্রী, ১৩৭৪

বাতি জ্বেলে দিক

সব ঠেলে ঠেলে এখানে এলাম
তাই আজ বুঝি তোমাকে পেলাম।
ঢেউয়ের দোলায় যা-কিছু হারায়
হারানোর শোক ভুলেই গেলাম।

হায়, কতোকাল এ পথে এসেছি
বাঙ্‌লা আমার—কী ভালোবেসেছি।
তবু কোনো কাজ মনোমতো আজ
পারিনি করতে অকূলে ভেসেছি॥

সব ঠেলে তবু দাঁড়ালাম ঠিক
ও মুখের আলো বাতি জ্বেলে দিক॥

শারদীয় জয়শ্রী, ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

আবির্ভাব

অন্ধকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অন্ধকার মন্দির দালানে
আরতি কখন শেষ একটি প্রদীপ জ্বলে তাও শেষ হলো।
একা আছি দাঁড়িয়ে সেখানে, জনশূন্য মন্দির সোপানে।
চতুর্দিক উদ্ভাসিত আলোকে উজ্জ্বল।
কে তুমি দাঁড়ালে এসে নিকটে তখন।
মৃদু হেসে একবার তাকালে শুধুই তারপর মিলালে কোথায়
অন্ধকার হয়ে গেলো সমস্ত ভুবন॥

বন্ধ দরোজার কাছে নতমুখে দাঁড়ালাম পরে।
প্রার্থনায় মগ্ন মন, কী প্রার্থনা নিজেও জানি না।
স্তব্ধ রাত্রি। ঝিঁঝিঁ ডাকে, আকাশে অনেক তারা জ্বলে
এমন সময় যেন মন্দিরের দ্বার খুলে গেলো।
তাকালাম স্থির দৃষ্টি, দেখলাম বিগ্রহ শোভন।
বরাভয় মুদ্রাহাতে দাঁড়িয়ে একাকী আলো জ্বলে।
দেখলাম হাস্যময় সুন্দর আনন॥

BANGLADARSHAN.COM

শারদীয় মুক্তমেঘ (মালদহ), ১৩৭৪

যখন বিশ্রাম

একটি একটি করে বিষণ্ণ দিন আসে আর চলে যায়।
আমার বুগেনভেলিয়ার ফুল আর ফোটে না।
ফোটে না সেই উজ্জ্বল রঙের ফুল যা দেখে মানুষ
আমার ভিলার সামনে একটু দাঁড়ায় আর বলে,
বাঃ কী চমৎকার ফুল ফুটেছে দ্যাখো।

বনঝাউ তার ডালপালা মেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
তার দীর্ঘায়ত ছায়া প্রলম্বিত হতে থাকে
সূর্য ডোবার সাথে সাথে।

আজ অনেকদিন পর আমি জানালার পরদা সরিয়ে
একবার দাঁড়ালাম।
তখন দুরন্ত দুপুর, রৌদ্রতপ্ত আকাশ।
দেখলাম মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে শ্লোগান দিয়ে দিয়ে
একটা মিছিল চলেছে।
আমার ভিলার সামনে গাছের ছায়ার সেই মিছিল
একটু দাঁড়ালো।
শান্ত হলো, নম্র হলো তাদের রৌদ্রতপ্ত মুখ।

নাই-বা ফুটলো বুগেনভেলিয়ার ফুল॥

BANGLADARSHAN.COM

শারদীয় জনমত (বহরমপুর), ১৩৭৪

সেই চিরন্তন

লিখে রাখবো শিলালিপি কবিতায় ছন্দ গেঁথে গেঁথে
একদিন তুমি ভালোবেসেছিলে।
তারপর ভগ্নস্তূপ শিলাময় শিল্পের সম্ভার
পড়ে থাকবে। তখন যদি বা কেউ এসে
দেখে আর বলে: হায় প্রেম এতো কি ভঙ্গুর!
মনেও কোরো না কিছু শিক্ষা হবে তার।
যতোই করুক গবেষণা
ভালোবেসে পুনরায় ব্যথার দোলায় দুলবে সে
মিলে ও অমিলে
হয়তো বা গড়ে তুলবে আর একটি শিল্পের পাহাড়॥

জোনাকি (ত্রিপুরা), ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

নাটক

ভাস্কর্য রেখায় আঁকা হায় সুললিত দেহকান্তি এই
কবিতা জাগায় মনে। আমি বুঝি জামদানী শাড়ীখানি
নানাছন্দে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরি শুধু তোমার জন্যই
নিজেকে এতোটা মূল্য কখনো দিয়ো না—এই বলে রাণী
কাশ্মিরী-শ্লিপারে তার সঙ্গীতের সুর তুলে চলে গেলো॥
মাথা থেকে খসে পড়লো ঘাসে তার নাইলন ফুল দুটি—
চাইনিজ ঢঙে কাটা চুল একটু বা বাতাসে দুললো।
তাই দেখে অবিনাশ ধরলো চলন্ত বাস দ্রুতপদে ছুটি॥

বাস চলে হু হু বেগে আর অবিনাশ—জানালার পাশে,
চারিদিকে লোকজন, চুপ করে নীল চিঠিখানি নিয়ে
কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো দূরে রাস্তার ধূলায়।
হু হু করে বাস চলে আর অবিনাশ বসে বসে হাসে॥

BANGLADARSHAN.COM

আলোকসরণি, ১৩৭৪

সেই রমণী

প্রাকৃত সবুজ থেকে তুমি যে লাবণ্য আমার শাড়ীতে
একদিন দেখেছিলে যদি কোনোদিন মোহের বিস্তার
অনুভূত হৃদয়ে অথবা মুগ্ধ মন শঙ্কিত বিহ্বল
জেনো তবে সে তোমারই মনের মাধুরী দিয়ে রচা আর
সে মাধুর্য অনুরক্ত হৃদয়ের রসে অপূর্বই হবে।
আমি ধন্য মানি নিজের এ প্রসাধন বিলাসিতা ভাব
এই কথা বলে সেই নারী ক্ষান্ত হলো। আর সুবিমল
দু'চোখে অবাক ছবি হয়ে একমনে তাকিয়ে থাকলো শুধু
প্রগলভা সে রমণীর দিকে॥

আলোকসরণি, ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

হয়তো বা একটি গোলাপ

বিজ্ঞানের কারুকার্যে একদিন মাঠ বন নদী
তাদের স্বভাব রূপ মুছে গিয়ে অন্যতরো দৃশ্যে
প্রতিভাত হবে। আর পুষ্পিত উদ্যান ছেড়ে যদি
ষাট তলা বাড়ী করা তার মোহ কাটাতে না পারো
তবে রেখো শুধু মাটি একটুকু এ বিশাল বিশ্বে
যেন মূঢ় ভালোবাসা একান্তই সুগোপন আরো।
বুনো কিছু ফুলগাছ হয়তো বা একটি গোলাপ
কখনো ধরবে আর এ জীবন রাখবে শ্যামল।
রুক্ষ দিন মুগ্ধ করে মাঝে মাঝে জানাবে আলাপ
যদিও অজস্র কাজে থাকবেই ব্যস্ত নিরবধি॥

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৭৪

BANGLADARSHAN.COM

এতো বিষ ঢালে কি নাগিনী

হিংস্র দিন কী যে আনে শুধু বুঝি নাগিনী সে তার
বিষ ঢেলে দিয়ে দিয়ে ফিরে যায় বিবরে আবার
মৃত্যু নীল মুহূর্তের বিলাপের শেষ অঙ্ক পরে
ধূসর ম্লানিমা সব ঢেকে দেয়। শুধু অশ্রু ঝরে।
তারপর বাকী থাকে নাগালের বাহিরে তখন
অনুদ্দিষ্ট সুখ তার নিয়ে কিছু চারু আকর্ষণ॥
অনিন্দ্য সকাল ব্যর্থ; বেদনায় কল্পনা বিলীন,
তবু কি হৃদয় ভেঙে কিছু রেখে যায় না এদিন?

আলোঝরা অপরাহ্ন আসে নেমে, মায়াবী তুলিকা
অপরূপ কারুকার্য এঁকে দিয়ে জ্বালে দীপশিখা
নক্ষত্রের আলো নিয়ে। অনুপম মাধুরী শিল্পের
মোহিনী হাসির আভা রেখে যায় যেন ললাটের
উপরে দুহাত রেখে। সে এক পবিত্র আশীর্বাদ
সব বিষ বিদূরিত করে নাকি সে অমৃত স্বাদ!

তারপর ঘুম নিয়ে আসে যদি নির্মল যামিনী
তখনো হও না শান্ত, এতো বিষ ঢালে কি নাগিনী॥

BANGLADARSHAN.COM

অমৃত, ২৪ ফাল্গুন ১৩৭৪

পালাবে কোথায়

কী এক যন্ত্রণা যেন অন্তরে অন্তস্থল থেকে–
মাঝে মাঝে জেগে উঠে ধমকায় চোখ রাঙা করে।
সুদীর্ঘকালের এই ক্লান্তিকর জীবন যাত্রার ব্যর্থ দিনগুলি
কী অমৃত ফল এনে দেয় হাতে জানো তুমি পারো কি বোঝাতে!
সব শেষে সকলের প্রাপ্য যতো দিয়ে দিয়ে বাকী আর তোমার জন্যই
কী থাকবে বলো? দিতে হবে তবুও তোমাকে।
কিছু তুমি পারবে না, পারবে না রাখতে কখনো।

ক্লান্তিকর নাগরিক ট্রাম বাস অজস্র জনতা পেরিয়ে পেরিয়ে
যদিও কখনো যাও আউটরামেই
সেখানে গঙ্গার ধারে অজস্র জনতা। কলকাতা সব লোক
পাঠিয়েছে সেখানেই যেন মনে হয়। পালাবে কোথায়।
তার চেয়ে কান পেতে শোনো কী বলে যন্ত্রণা।
যন্ত্রণার মাঝে ডুব দাও আর ভুলে যাও সকল ভাবনা।
ভুলে যাও এ জীবন ক্লান্তিকর। দিনগুলি অভিনয় করে বারবার।
যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় শেষ। হয়তো সেখানে
এক আশ্চর্য কুসুম
ফুটবে একদা তার শতদল নিয়ে অবশেষে
দেখা দেবে রাত্রিশেষে শান্ত সূর্যোদয়॥

BANGLADARSHAN.COM

আলোকসরণি, ১৩৭৫

স্বরচিত অন্ধকারে

স্বরচিত অন্ধকারে বার বার ঘুরে ফিরে মরো
আলো নেই, আলো নেই জ্বালাবার প্রয়োজন নেই
শুধু ব্যর্থ হাহাকার দেয়ালেতে প্রতিধ্বনি তোলে
দেয়ালের বাধা ভেঙে একবার বাহিরে দাঁড়াও
দেখো কতো ধ্বংস, মারী, বন্যা আসে পৃথিবীর বুকে
তবুও তো বসুমতী স্নেহে প্রেমে ছলছল করে
ফুলে ফুলে প্রসাধন কতো হাসি খেলে তার মুখে।
তবুও দেখো না কিছু স্বরচিত অন্ধকারে শুধু
বার বার ঘুরে মরো আর বলো আলো নেই, নেই।

কে জ্বালবে আলো? অন্ধকার ঘিরে তোমাকেই
যদি তুমি অন্ধকারে চোখ বুজে হাহাকার করো॥

শারদীয় বৈতানিক, ১৩৭৫

BANGLADARSHAN.COM

তবু ফোটে ফুল

কণ্টকে বিক্ষুব্ধ দেহ তার
রৌদ্রজলে পরিপক্ক ডাল।
ভাবি বুঝি ফুটবে না ফুল
একধার ফেলে রাখি টব॥

ভোরবেলা একদিন দেখি
বুনোগাছ চারিদিকে ঘেরা,
স্তবকে স্তবকে ফুটে আছে
আমার সে বুগেনভেলিয়া॥

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৫

BANGLADARSHAN.COM

ডাস ক্যাপিটাল

মনের ক্যানভাসে আঁকা তোমার প্রশান্ত ছবি
এখনো উজ্জ্বল আছে। প্রস্ফুটিত ফুলগুলি
শ্রদ্ধার অঞ্জলি আজ এনেছি তোমার কাছে।
মানুষের সব অশ্রু হাজার বছর ধরে
ভিজিয়েছে পৃথিবীর মাটি। ফসল ফলেনি তাতে।
লিখেছিলে ডাস ক্যাপিটাল, তোমার লেখনী বুঝি
ঝরালো আগুন। সে আগুন জ্বলে উঠে
দ্যাখো আজ সর্বদেশে গ্রামে, গঞ্জে, ক্ষেতে ও খামারে
আর জ্বলে উত্তরে দক্ষিণে, প্রতি শহরে, বন্দরে॥

শারদীয় গণবার্তা, ১৩৭৫

BANGLADARSHAN.COM

এই যন্ত্রণা

এই সব ছেড়ে আরো দূরে চলে যেতে চাই।
এই আলো, ফোটা ফুল, ঝিরঝিরে বাতাস
সব কিছু ছেড়ে
একান্তই দূরে চলে যেতে চাই॥

রাত্রির কালো অন্ধকার তোমাদের কি আলোর পিপাসা জাগিয়েছে?
তোমরা কি অনেক ভোরে উঠে দেখেছো
কেমন করে ফোটা ফুলের শোভা নিয়ে সূর্য উঠে আসে?
তোমরা কি শিশুর হাসিতে অক্ষয় স্বর্গ অনুভব করেছো,
বলো, কিসে তোমরা চরম সুখ পেয়েছো?
কিসের এতো যন্ত্রণা তোমরা জানো না।
তোমরা জানো না মাঠভরা সবুজ ধানের শীষে
নবান্নের পরমান্ন যোগায় না;
জানো না নিকষ কালো অন্ধকার
কেমন করে নেমে আসে
সেই সুখ-স্বর্গে আর কুরে কুরে খায়
তাদের নরম শান্ত হৃদয়
অন্ন চাই, অন্ন চাই বলে।

এ সমস্তই বাইরের জিনিস,
এই আলো, এই বাতাস, এই বিহগ কলকাকলি,
ফোটা ফুলের হৃদয় হারানো রঙ।
এ সমস্ত একান্তই প্রকৃতির সাজ যেমন
ওয়ার্ডরোব খুলে ফেলে সুন্দরী নারী
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাড়ী পরে বিভিন্ন ঢঙে,
এ সমস্তই সেই ঢঙ॥
স্বর্গ কোথায় আছে তোমরা জানো না, তাই
এতো স্বর্গের ছবি আঁকো! শিল্পী তুমি
কী খুঁজে বেড়াও?

BANGLADARSHAN.COM

দেখো, চেয়ে দেখো, মানুষের যন্ত্রণা
মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।
যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণাকে ধরতে চাই কিন্তু পারি না
তাই আমি এই সব কিছুই ছেড়ে চলে যেতে চাই,
একান্তই দূরে চলে যেতে চাই॥

শারদীয় মুর্শিদাবাদ দর্পণ, ১৩৭৫

BANGLADARSHAN.COM

সে

গীর্জায় প্রার্থনা হবে। মনে বল, চলো। তবুও সে
এদিকে ওদিকে চায়। দুইধারে শস্যের প্রান্তর
শতাব্দীর ইতিহাস লেখা আছে পাতায় পাতায়।
দুচোখে ঘনায় অশ্রু। এই শস্য মাঠভরা তবু
আসবে না ঘরে তার। উপাসী বুভুক্ষু ভাবে মনে,
মেঠো পথ বেয়ে ধীরে গীর্জার ভিতরে চলে যায়।
জানাবে সে কী প্রার্থনা! দেখে যীশু মুখ অন্ধকার
বুভুক্ষু শিশুর মুখ আলোকিত হয় সেই মুখে।
মন বলে, ফিরে চলো। নত মুখে ফিরে সে আবার
সেই পথে বসে পড়ে, আর বলে, হায়রে ঈশ্বর!

আলোকসরণি, ১৩৭৫

BANGLADARSHAN.COM

রবীন্দ্রনাথকে

তোমার কাছে শ্বেত গোলাপগুলি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম
টাট্‌কা সুন্দর শ্বেত গোলাপগুলি॥
পারলাম না, নিয়ে যেতে পারলাম না, কেননা
তা আর টাট্‌কা থাকলো না, শুকিয়ে গেলো॥
অমল স্মৃতি, সেখানে পবিত্রতা, শুধু পবিত্রতা।
জীবনের সর্বত্র তোমার গান, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে, বসন্তে, সকল ঋতুতে।
শ্বেত গোলাপগুলির দিকে তাকিয়ে তার সুর মনে পড়লো
হায়, পবিত্র আলো, শ্বেত গোলাপ সুরভি করুণ॥

পৃথিবীতে কতো রঙ ছড়ানো তা তোমার কবিতা পড়ার আগে বুঝিনি।
বুঝিনি কী করে ভালোবাসতে হয় মানুষকে
মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করে।
তাই গোলাপগুলি নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।
হায়, তা ঝরে গেলো, শুকিয়ে গেলো তার পাপড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

চারিদিকের বাতাস আজ বিষাক্ত,
এই বিষাক্ত বাতাসে আমি তোমার কাছে
শ্বেত গোলাপের অঞ্জলি দিতে পারলাম না, পারলাম না।

আলোকসরণি, ১৩৭৬

সূর্যের আলোতে জ্বলে

যদি বা যন্ত্রণা হয় তবুও দাঁড়াবো রুখে,
তবুও মিছিলে যাবো, তবুও শ্লোগান ঠিক
উচ্চারিত হবে জেনো। দেখোনি আগুন চোখে
বাংলার তরুণ ছেলে চিরদিন নির্ভীক জানোনা॥

বুলেটে কী হবে বলো? তারো চেয়ে দুর্মদ আঘাত
তোমরা হেনেছ রোজ, কেড়েছ মুখের ভাত।
ইস্পাতী শপথ তাই গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে
সূর্যের আলোতে জ্বলে শ্রেণীবদ্ধ শত শত হাত॥

আলোতে উজ্জ্বল দ্যাখো ফুটে ওঠা আশ্চর্য গোলাপ
জানো কী সে ভালোবাসা, আছে তার কোনো পরিমাপ?

শারদীয় জনমত (বহরমপুর), ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

ডাক

দীর্ঘপক্ষ্ম ছায়া মেলে কাকে তুমি ডাক দাও কাছে
হে সন্ধ্যা, বিধুর সন্ধ্যা, নদী জলে শেষ ঘট ভরে
ওই চলে গেলো নারী প্রসারিত চিকণ বসনে
কৌতুক কিছুবা তার মনে।

সারাদিন রৌদ্র দাহ দিবসের সব ক্লান্তি পরে
যে যুবক ফিরে এলো গৃহে তার আনন্দিত মুখ
অকথিত বাণী নিয়ে সে যাবে প্রিয়ার কাছে আর
পৌঁছাবে না এ ডাক তোমার॥

তবু তুমি ডাক দেবে। ইসারা তোমার ঝাউবনে
আকাশের তারা শুধু সাক্ষী তার। তারপর ধীরে
দূত হয়ে জানালায় হেসে হেসে ছড়াবে সুষমা
প্রেম নিয়ে আছে নিরূপমা॥

BANGLADARSHAN.COM

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৬

সুমিতা, তোমার কথা

সুমিতা, তোমার কথা বহুদিন মনে পড়ে। মনে পড়ে
বৃক্ষ, নদী, নক্ষত্র, আকাশ, বাল্যকাল বড় ভালো ছিলো
পুতুলের বিয়ে দিয়ে চোখ মুছে ঘরে ফিরে আসা,
এখনও মনে পড়ে। বাল্যকালে থাকে না নিরাশা
কোথা থেকে আসে যে আশারা॥

নক্ষত্রকে ভালোবেসে ভালোবেসেছিলাম নদীকে।
মনে পড়ে, কতোদিন প্রতিচ্ছবি দেখেছি দাঁড়িয়ে।
আকাশে চাঁদের আলো রজনীগন্ধা বনে
একেবারে গিয়েছে হারিয়ে।
এখন নদীর কথা মনে করে
কাঁদে না হৃদয়। তাকায় না নক্ষত্রের দিকে।
বাল্যকাল কবে যেন অজানিতে গত হয়ে গেলো
তবুও বৃক্ষের ছায়াতলে কখনো নক্ষত্র
নিয়ে যায় সংসার বাহিরে,
“বউ কথা কও” পাখী “সূর্যিঠাকুর ওঠো”,
ডাকে যেন খুব চেনা সুরে।
তখন নদীকে ভালোবাসি, আকাশকে ভালোবাসি আর
পাখীগুলি আসে ঘুরে ঘুরে॥

সুমিতা, তোমার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আর
দক্ষিণের হাওয়া হয়ে বহে এলোমেলো॥

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তমেঘ (মালদহ), ১৩৭৬

মুখোশ

মুখোশ পরানো আছে সেকথা ভুলিনি যেন
কোথায় হয়েছে ভুল। বারবার এলে পরে মনোহর
বাক্যাবলী কিছু মুগ্ধ করে, অবকাশ দেয় নাকো কোনো।
অনন্যনির্ভর
এই মন ভুল করে আর ভাবে মিত্র সে আমার।

মিত্র ঠিক মনে রাখে ছলাকলা তার, আসে আর
অভিনয় ঠিক করে। তার ভুল কখনো হয় না,
আপনি সে নায়ক সাজে, আপনি সে হয় সূত্রধার,
কিছুই বোঝে না
দর্শকেরা শুধু দেয় হাততালি তবু বার বার॥

রঙ্গমঞ্চ দূরে রেখে ভাবি একবার কোনোদিন
ধরবোই তাকে, আর মুখোশটা ফেলে দিতে হবে,
মুখোশ সেদিন
পড়ে গেলে কী রূপ দেখবো তার কী বলবো তবে।
মিত্রকে যায় না ধরা, সে আসে মুখোশ পরা ঠিক,
সে যা বলে শুনে যাই আর অন্তরালে দিই শুধু ধিক।

BANGLADARSHAN.COM

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৭৬

রূপান্তর

(Robert Frostএর Fire and Ice কবিতার অনুবাদ)

কেউ কেউ বলে: এ পৃথিবী শেষ হবে
জ্বলবে আগুন জ্বলবে দিগবিদিক।
কেউ বলে: হবে বরফের মতো ঠাণ্ডা নিঝুম হিম॥
আমি বলি, জেনো বাসনা কামনা
যদি বড় হয় তবে,
জ্বলবে আগুন জ্বলবে সকল দিক।
আর যদি করো ঘৃণা আর ঘৃণা
ঘৃণা হয় নিঃসীম,
বরফের মতো ঠাণ্ডা পৃথিবী একদিন হবে ঠিক॥

মুর্শিদাবাদ দর্পণ, ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

হাসছে তাই কৃষ্ণচূড়া ডাল

তোমার কথা আমার মনে যতোই তুমি বলো
বেসুর কিছু বাজিয়ে তোলে হয় না কোনোদিন
কঠিন কথা শুনিয়ে দিয়ে চোখ তো ছলোছলো
সেদিন আমি দেখেছি ঠিক। তাই তো বাজে বীণ॥

আমার বীণার সকল তারে তোমার সুর বাজে
যে সুর তুমি আপন মনে বাজিয়ে দিয়েছিলে।
কেমন করে বোঝাই বলো আমার সব কাজে
চলার তাল হারিয়ে গেলো তোমার তালে মিলে।

আজকে দেখি পথের পাশে কৃষ্ণচূড়া ফুটে,
হেসেই হলো পাগল যেন। কোকিল ডাকে তাই
পূর্ণা তিথি তাই তো চাঁদ কখন যেন উঠে
আলোয় দেখি সাজিয়ে দিলো সারা আকাশটাই।

BANGLADARSHAN.COM

কঠিন কথা বলার পরে করুণা মনে এলো,
চিঠির রঙ্ নীলাভ রঙ্ দিয়েছো লিখে কাল।
আজকে সেই লিখন পড়ে হাসছি বসে শুধু;
ফেলেছে বুঝে, হাসছে তাই কৃষ্ণচূড়া ডাল।

শারদীয়া মহিলা, ১৩৭৬

নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন

কৃতঘ্ন হৃদয় যদি কখনো তোমার দ্বারে এসে
হার্দ্য প্রগলভতা দেয়, অভাবিত সন্দেহ কেবল
আপনিই বাসা বাঁধে, বলো, কী বলে ফেরাবে শেষে।
অভ্যর্থনা আপনি মুখর প্রত্যহের অবসাদ নিয়ে॥
নিষ্ঠুর আঘাতে সত্তা বার বার আলোড়িত হয়।
প্রেমের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হলেও আবার
বিস্মরণে শেষ হয়। তবুও সে করে অভিনয়
অন্তিম দৃশ্যের জন্য অপেক্ষায় থাকে বন্ধু-বেশে॥
নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন। পরিচয় প্রেমিক সুজন
অথচ মিতালি তার নির্বিরোধ ছলনাই আনে।
নাটক তখন জমে যখন পঞ্চম অঙ্কে মন
অবসাদে ক্লান্ত হয়ে অপমানে ধূলায় ধূসর॥

প্রবাসী, মাঘ ১৩৭৬

BANGLADARSHAN.COM

ভরা নদী

হৃদয়ের বাঁধ ভাঙা কাল
একদিন এসেছিলো যদি
কলকল ছলছল বহে
আজকেও ভরা সেই নদী।

জীবনের সব লেন দেন
সেই স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম।
কিছু ফেলা কিছু রাখা নেই
যতো কিছু জমিয়েছিলাম।

কবি ও কবিতা, ১৩৭৭

BANGLADARSHAN.COM

ক্যাকটাস

ক্যাকটাসে রোজ হয়তো ফোটে না ফুল
গোলাপ, চামেলি তার চেয়ে অপরূপ।
তবুও এঁ নয় প্রাগৈতিহাসিক ভুল,
এক পাশে থাকে উদ্যানে নিশ্চুপ॥

কুটিল ভ্রূকুটি হয়তো দেখেছ তার
সারা দেহে আঁকা, তবুও শ্যামলা সেই
রূপসী মেয়ের লাবণ্য আছে খুব,
অনুরাগে তবু ডাকবে সে তোমাকেই॥

একবার যদি সেখানে দাঁড়াও গিয়ে
গোলাপ চামেলি মালতী কুসুম ফেলে,
ভ্রূকুটি মেলাবে, ঊষর ভূমির মেয়ে
ঝলমল করে বলবে, তাহলে এলে!

BANGLADARSHAN.COM

উঠবে তখন একটি মধুর শীষ
সারা জীবনের একটি মধুর ফুল॥

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৭

এখানে এখন মেঘে ঢাকা দিন

রৌদ্র, রৌদ্র, কতোকাল তুমি
আমার ঘরে যে আসো না।
পাখীরা, পাখীরা, গান গেয়ে গেয়ে
রৌদ্রের রঙে ভাসো না।
এখানে এখন মেঘে ঢাকা দিন
হয়তো বর্ষা ঝরবে।
রৌদ্র, রৌদ্র, বার বার শুধু
তোমাকেই মনে পড়বে॥
আহা, সুন্দর ফুলগুলি, হায়
কুঁড়িতেই ঝরে পড়লো।
হলুদ পাতারা এখানে সেখানে
এলোমেলো হয়ে ঝরলো॥
রৌদ্র, রৌদ্র, কতোকাল তুমি
আমার ঘরে যে আসো না।
পাখীরা, পাখীরা, গান গেয়ে গেয়ে
রৌদ্রের রঙে ভাসো না॥

BANGLADARSHAN.COM

ত্রিবৃত্ত (কুচবিহার), ১৩৭৮

কে রঙ বুলালো

মাঝে মাঝে কাজ ফেলে একা বসে থাকা ভালো।
না হলে কী করে আলো
আকাশের গাঢ় নীল জ্বালায় দেখবে,
শুকতারা কী যে দেয় হৃদয়ে রাখবে॥

টনটনে রোদে যেন চারিদিক জ্বলে যায়
সে সময় জানালায়
ফুলতোলা পর্দাটা একবার তুলে দিয়ো,
আলোভরা পৃথিবীটা একবার দেখে নিয়ো॥

ছড়িয়ে আকাশে কতো রঙের বাহার
দিন চলে যাবে আর
কপালে হীরকটিপ পরবে গোধূলি,
ছলোছলো নদীজলে রঙ দেয়া তুলি

BANGLADARSHAN.COM

ধুয়ে ধুয়ে চলে যাবে যখন সে মেয়ে
তুমিও তখন চেয়ে
দেখো, আর কাজ ভুলে একটু সময়
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ক্ষতি কিছু নয়॥

মাঝে মাঝে কাজ ভুলে একা বসে থাকা ভালো।
জীবনের ক্যানভাসে তাহলেই দেখা যাবে
কে রঙ বুলালো॥

শারদীয়া মহিলা, ১৩৭৮

অন্বেষণ

তোমাকে কখনো দেখেছি কি? আমি
তাই ভাবি মনে বার বার।
অথচ তোমাকে পারে না আঁকতে
চিত্রেও কোনো চিত্রকর। শুধুই আভাস তার
ধরা দেয় বুঝি একটু কখনো
তাই নিয়ে খুশি হৃদয় শুধুই
পেরিয়ে পেরিয়ে ব্যথার পাথার॥

কী চাই তাই তো নিজেও জানিনে।
শুধু ছুটে চলা হরিণীর মতো
উচ্ছল বেগে। কবে যে থামবো
কে বলতে পারে। তবুও জীবন
ছন্দ নিয়েছে। না হলে মিথ্যে
রঙ রূপ তার। স্বাদ নেই কোনো
দাম নেই আর॥

BANGLADARSHAN.COM

অমৃত, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯

বিয়োগান্ত

ডেসডেমোনাকে ভালোবেসেছিলে তবুও প্রণয়ে তার
হলো না প্রত্যয়।
তীব্র বিষে জ্বলে গেলো সমস্ত অন্তর,
জীবনের সুখ শান্তি সব হলো লয়।
একমাত্র সে চিন্তায়,
ডেসডেমোনা অন্যমনা বুঝি ভালোবাসিনি আমায়॥

ওথেলো, তোমার চোখে ছিলো অবিশ্বাস,
হৃদয়ে জমানো হতাশ্বাস।
শুধু মাত্র জীবনের একমাত্র ভুলে
দেখলে নিষ্ঠুর কীট প্রস্ফুটিত ফুলে।
তবু সে তো কীট নয় সে তো শুধু দেখবারই ভুল
তবুও সে ভুল দেখা সব শান্তি করেছে নির্মূল॥

BANGLADARSHAN.COM

তখন ইয়াগো ছিলো। সে ইয়াগো আজো আছে জেনো
ওথেলো, তোমারই মতো বহুজন ভ্রান্ত হয় আজকের
জগতে এখনো।
কানে কানে বিষ ঢালে, সেই বিষ হাওয়ায় হাওয়ায়
ডেসডেমোনার প্রেম থেকে ওথেলোকে
দূরে নিয়ে যায়॥

মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯

দিনলিপি

পাহাড়ে সাগরে যাই, ঘুরে আসি বহুদূর থেকে।
ভোরের অমল সূর্য আতপ্ত আকশ নীল আর
রূপ রসে গন্ধে ভরা-এ পৃথিবী নন্দিত মধুর।
ফুলের তো শেষ নেই–দেশী ফুল বিদেশী বাহার
হৃদয়ের কেন্দ্রে জানি নিমজ্জিত সঙ্গীতের সুর।
প্রতিদিন কর্মক্লান্ত দেহমন বিশ্রাম প্রহরে
মগ্ন থাকে স্বচিন্তায়। মনে হয় সব কাজ শেষ
কে যেন পাড়ায় ঘুম সস্নেহে ললাটে হাত রেখে॥

১৩৮০

BANGLADARSHAN.COM

আমার সুখ

আমার সুখ, কোথায় তুমি
কোথায় তোমায় পাই।
আমার সুখ যখন পাই
নাই তো রাখার ঠাঁই॥

আধি ব্যাধির ধূলার মাঝে
আকাশ ভরা আলো।
যখন দেখি তখন যেন
সবায় বাসি ভালো।

কে সে আপন খুঁজে বেড়াই
চোখের জল ঝরে।
আমার সুখ, থাকো তখন
সারা হৃদয় ভরে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৮০

এখন আশ্বিন মাস

আত্মঘাতী অন্ধকারে কেন ঘুরে চলো অনুক্ষণ
কী করে বোঝাবো আমি এই দিন চিরন্তন নয়।
শ্বাপদ হিংসায় যারা ঘিরে আসে তোমার জীবন
আপন যন্ত্রণা নিয়ে স্বখাত সলিলে ধ্বংস হয়॥

এখন আশ্বিন মাস। দ্যাখো চেয়ে শরৎ আকাশ
জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রি তারকিত স্নিগ্ধ সুষমায়।
অতসী-কাঞ্চন কাশ শেফালির উজ্জ্বল সম্ভার
সবুজ-ঘাসের বুকে পড়ে আছে শান্ত নম্রতায়॥

রোদের সোনালি হাসি। ভালোবাসা ছড়িয়ে রেখেছে
আকাশ পৃথিবী মিলে। তুলে নাও সেই ভালোবাসা।
হিংসা দ্বেষে জ্বলে যারা জ্বলে জ্বলে নিভে যাবে তারা,
প্রকৃতির সাথে মিশে আনন্দিত মনে রাখো আশা॥

BANGLADARSHAN.COM

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮০

হায় পিপাসা

ঘণ্টা বাজে অনেক দূরের থেকে।
ঘণ্টা বাজে, স্মরণ করায় যেন
অনেক কাজ এখনো আছে বাকী,
চলো, চলো, এগিয়ে চলো আলস্য সব রেখে॥

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ বৈশাখের শেষ
জ্যৈষ্ঠ এখন পায়ে পায়ে হাঁটে।
বকুল ঝরে, সান্ধ্য বাতাস বহে,
কী ভেবে যে গভীর রাত্রি কাটে॥

কাজল কালো কোথায় তুমি মেঘ,
এবার এসো, অঝোর ধারায় এসো,
উড়ুক বালি, উড়ুক ধুলো, ঝড়ের নর্তন,
হায় পিপাসা, রেখো না তার শেষও॥

BANGLADARSHAN.COM

পুনশ্চ

কতোদূরে নিয়ে তুমি এসেছ আমাকে
শুধালাম।
এখনি হয়েছ ক্লান্ত, এখনো অনেক দূর
যেতে হবে। শোনো নাকি সমুদ্রের সঙ্গীতের সুর
হৃদয় উন্মুখ হলো পুনরায়।
তবে তাই চলো,
মৃদু হেসে তারপর
বললাম।

নিঃশঙ্ক নির্ভয়ে আমি বলেছি আবার।
সমুদ্র অনেক দূর। তবু যেতে হবে,
যদিও পিছিয়ে পড়ি তবু বার বার
সেই স্বপ্ন কানে বাজে অবিরাম।
যেতে হবে, যেতে হবে, কোথায় বিশ্রাম॥

BANGLADARSHAN.COM

সীমাহীন উপরে আকাশ একবার তাকালাম
জনতার মিছিল চলেছে, কী করে যে তার মাঝে
হারিয়ে গেলাম॥

শারদীয় গণবার্তা, ১৩৮১

চৈত্রদিনের বৃষ্টি

ডালহৌসীর রাস্তার ধারে
বাসের অপেক্ষায়
দাঁড়িয়ে রয়েছি এমন সময়
বৃষ্টি পড়লো ঝরে।
টুপ্‌টাপ্‌ শুধু অঝোরে বৃষ্টি ঝরলো,
অনেক দিনের ভুলে যাওয়া ব্যথা
কেন আজ মনে পড়লো॥

বিকেলের শেষ আলো মিলিয়েছে,
সারাটা আকাশ জুড়ে
কালো কালো মেঘ দেখি।
চৈত্রদিনের বৃষ্টি,
হায়রে আজকে টুপ্‌টাপ ঝরে
ছড়ালে কী মধু একি!

BANGLADARSHAN.COM

অমৃত, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

আকাশে রৌদ্রের রঙ

আকাশে রৌদ্রের রঙ। চারিদিকে আলো কাঁপে,
হাওয়া দেয়। ফুল ফোটে, পাখী ডাকে
রঙ ঝরে নদীজলে, স্রোতে জ্বলে
রুপালী আলোর স্রোত বয়ে যায়॥

মাঠে মাঠে ধান হয়। শ্যামলতা ঢেউ হয়ে
বয়ে যায়। রৌদ্র পড়ে সকালে, সন্ধ্যায়
রঙ ঝরে। রঙ ঝরে আকাশে বাতাসে
আর সমুদ্রের নীল জলে।
রামধনু ছবি হয় মুগ্ধতায়।

রঙের আলোয় চাঁদ গলে গলে
সোনা হয়।
আকাশে রৌদ্রের রঙ নানা সুরে
পৃথিবী হাসায়।
তাই বুঝি এ পৃথিবী আনন্দের আতিশয্যে
রূপে রসে রঙে ভরা
ফুলে ফুলে ভরে যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

১৩৮৩

॥সমাপ্ত॥